দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 09 2002

কম্পিউটারে বাংলা লেখার স্ট্যান্ডার্ড কী বোর্ডের অভাব ! সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থ

আহমেদ নূরে আলম

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৩০ কোটি বাঙালীর মধ্যে কমপক্ষে অর্ধ কোটি বাঙালী কম্পিউটারে বাংলা লিখে থাকেন। এক বিশিষ্ট কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ বলেছেন, প্রতিদিনই কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে।

তিনি জানান, এটা সম্ভব হচ্ছে কম্পিউটারে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে গত দেড় দশকে এক বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা হরফের একটি সর্বসম্মত বিন্যাস বা স্ট্যান্ডার্ড কী বোর্ডের অভাব এখনও একটি প্রধান সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে।

সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

কম্পিউটারে বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) একটি কী বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড বা প্রমিত করার ব্যাপারে চিরাচরিত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

অবশ্য বিসিসি কয়েক বছর আগে 'জাতীয় কী বোর্ড' নামে একটি প্রমিতকরণ করেছিল। এটি জাতীয় কী বোর্ড নামে প্রায় সকল বাংলা সফটওয়্যারে পাওয়া গেলেও এর ব্যবহারকারী খুব একটা পাওয়া যায় না।

বিসিসি একটি জাতীয় কী বোর্ড প্রমিতকরণ করলেও সম্প্রতি বিসিসিই বিএসটিআইয়ের সাথে মিলে আবার একটি জাতীয় কী বোর্ড প্রমিতকরণের কাজ শুরু করেছে। এতে সরকারী পর্যায়ে সিদ্ধান্তহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্বজনগৃহীত একটি প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড কী বোর্ড না থাকায় কম্পিউটারে বাংলা লেখার ভাল ও মন্দ দু'টিই হয়েছে। ভাল দিকটি হচ্ছে – কী বোর্ড উদ্ভাবনে অব্যাহতভাবে সৃজনশীল প্রয়াস চলছে। গত ১৯৮৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৮টি কী বোর্ড উদ্ভাবিত হয়েছে এবং এখনও অনেকে কাজ করে চলেছেন। ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত কী বোর্ডগুলো হচ্ছে– শহীদ, বিজয়, বর্ণ, লেখনী, আবহ, অনির্বাণ ও একাডেমী। অবশ্য টাইপরাইটারের 'মুনির' কী বোর্ডও কম্পিউটারে প্রচলিত রয়েছে। মুনির বোর্ডের প্রধান সমস্যা হলো এতে যুক্তাক্ষর নেই। অফিস-আদালতে টাইপিস্টরা কম্পিউটারে মুনির বোর্ড ব্যবহার করে থাকেন।

একটি প্রমিত কী বোর্ড না থাকার ফলে মন্দ দিকটা হচ্ছে– কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে যা কিছু কিছু সমস্যা সৃষ্টি করছে। কারণ হরফ বিন্যাসে একটির সঙ্গে অপরটির মিল নেই।

সাইফুদ্দাহার শহীদ প্রণীত শহীদ লিপিই ছিল প্রথম বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসর। অধুনা প্রায় লুপ্ত শহীদ লিপি এক সময়ে বাংলা পত্রপত্রিকা ও প্রকাশনায়ও ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে ১৯৮৮ সালে সাংবাদিক মোস্তফা জব্বার উদ্ভাবিত 'বিজয়' কী বোর্ড কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি অনন্য মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হয়। বিজয় ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। অন্য কী বোর্ডগুলো ব্যবহার হচ্ছে খুবই সীমিতভাবে। বর্তমানে বিদেশে সকল দেশের বাঙালীর মধ্যে বিজয় কী বোর্ডই প্রধানত ব্যবহৃত হয়। এমনকি প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ও আসামেও বিজয় কী বোর্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে বিজয় অঘোষিত স্ট্যান্ডার্ড কী বোর্ডে পরিণত হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে ইংরেজী টাইপরাইটারের একটি স্ট্যান্ডার্ড কী বোর্ড থাকা সত্ত্বেও 'কোয়ার্টি কী বোর্ডের' মতো বাংলায় বিজয় ব্যবহারকারীদের দ্বারা গৃহীত কী বোর্ডে পরিণত হতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ও সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৭২ সালে শহীদ মুনির চৌধুরীর উদ্ভাবিত নক্সা অনুসারে 'অপটিমা-মুনির' টাইপরাইটার তৈরি হয়, যা আজও সরকারী অফিস-আদালতে বাংলা লেখার প্রধান যন্ত্র। ১৯৭৬ সাল থেকে কম্পিউটারে বাংলা লেখার সুযোগ তৈরি হলেও তা বাস্তবায়িত হতে সময় লেগে যায় ১০ বছর।